বার্ড ফ্লু

(এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
(আইইডিসিআর)

INSTITUTE OF EPIDEMIOLOGY, DISEASE CONTROL & RESEARCH

unicef

JAPAN

বার্ড ফ্লু কি?

বার্ড ফ্লু (এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা) একটি ভাইরাসজনিত ছোঁয়াচে রোগ।

বার্ড ফ্লু আক্রান্ত হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখির মল, রক্ত ও শ্বাসনালীতে এই ভাইরাস থাকে। কখনো কখনো মানুষও এ রোগে আক্রান্ত হয়। যারা আক্রান্ত পাখি জবাই বা কাটা ছেঁড়া করেছেন কিংবা অসুস্থ বা মৃত হাঁস-মুরগি ধরা-ছোঁয়া করেছেন তারাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

বার্ড ফ্লু সাধারণতঃ শুরু হয় জ্বর-সর্দি-কাশির মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে তা মারাত্মক নিউমোনিয়ায় পরিণত হতে পারে। এ থেকে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

সতর্কতা

১ খালি হাতে অসুস্থ বা মৃত হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখি ধরা-ছোঁয়া ও নাড়াচাড়া করা যাবে না।

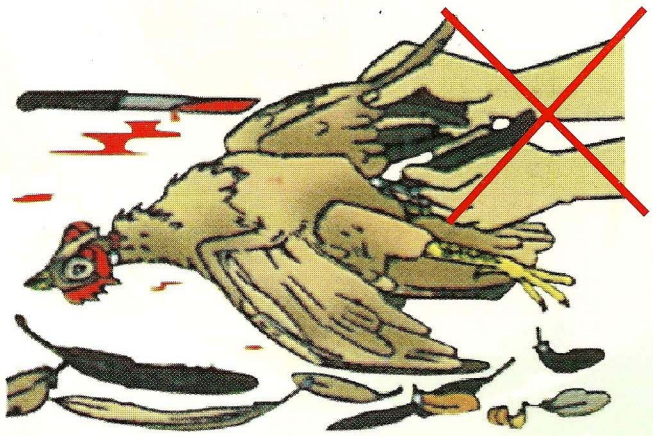

২ রোগে আক্রান্ত হাঁস-মুরগি জবাই করা বা পালক ছাড়ানো অথবা নাড়াচাড়া করা যাবে না।

৩ হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখি ধরা-ছোঁয়া ও সেগুলো নিয়ে খেলাধূলা করা থেকে শিশুদেরকে বিরত রাখতে হবে।

৪ হাঁস-মুরগি বা পশু পাখি ধরা-ছোঁয়ার পর ভাল করে সাবান বা ছাই এবং পানি দিয়ে দুই হাত পরিস্কার করে ধুতে হবে।

৫ হাঁস-মুরগি বা পশু পাখির কাছে যেতে হলে সব সময়ে কাপড় দিয়ে নাকমুখ ঢেকে নিতে হবে। হাঁস-মুরগি ধরা-ছোঁয়ার পর সেই হাত না ধুয়ে চোখ, নাক বা মুখে লাগানো যাবে না।

৬ হাঁস-মুরগির মাংস ভালোভাবে সিদ্ধ করে রান্না করতে হবে। ডিম পুরোপুরি সিদ্ধ অথবা দু'পিঠ ভালো করে ভেজে খেতে হবে। অর্ধ সিদ্ধ মাংস বা ডিম খাওয়া যাবে না।

৭ বার্ড ফ্লু আক্রান্ত এলাকার সাধারণ জনগণের প্রতি অনুরোধঃ আপনাদের এলাকায় হাঁস-মুরগি কেনাবেচা ও হাঁস-মুরগির বাজার বন্ধ রাখুন।

৮ হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখির মল জীবাণুমুক্ত না করে সার অথবা মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

৯ যদি কোথাও হঠাৎ হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখির মড়ক দেখা দেয় তবে সাথে সাথে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকর্মী, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য বা ওয়ার্ড কমিশনার অথবা থানা পশু হাসপাতালে জানাতে হবে। মৃত হাঁস-মুরগি এবং পাখি মাটিতে পুঁতে ফেলার সময় অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

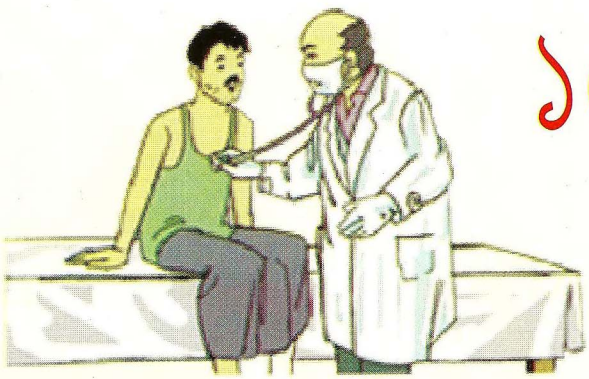

১০ হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখি ধরা-ছোঁয়ার পর যদি কেউ জ্বর-সর্দি-কাশিতে ভোগেন তাকে অবশ্যই তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। প্রয়োজনে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র/হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যেতে হবে। রোগে আক্রান্ত বা মৃত হাঁস-মুরগির সংস্পর্শে আসার বিষয়টিও চিকিৎসক/স্বাস্থ্যকর্মীকে জানাতে হবে।

১১ হাঁচি, কাশি, কফ, থুথু রোগ জীবাণু ছড়ায়। যেখানে সেখানে কফ, থুথু ফেলবেন না। মুখ ঢেকে হাঁচি-কাশি দিন।

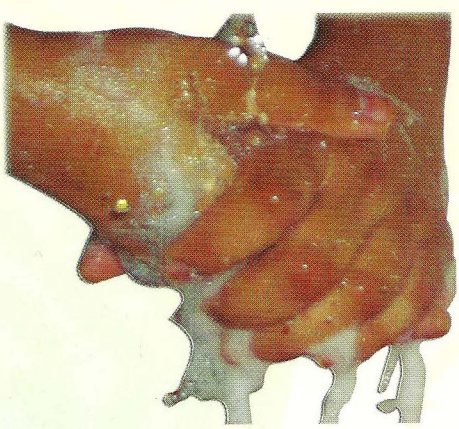

১২ সাবান অথবা ছাই এবং পানি দিয়ে অন্ততঃপক্ষে ২০ সেকেন্ড হাতের উভয় পিঠ আঙ্গুলের ফাঁকসহ কব্জি পর্যন্ত ভাল করে ঘষে ঘষে ধুতে হবে।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন, নিজেকে রোগমুক্ত রাখুন

রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)
মহাখালী, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৮৯৮৬৯১, ৯৮৯৮৭৯৬, টেলি/ফেক্স: ৮৮২১২৩৭